প্রহসন, সধবার একাদশী—প্রাথমিক আলোচনা

সংস্কৃত সাহিত্যে যা প্রহসন তার সঙ্গে মিল ও অমিল দুই-ই আছে ইংরাজি সাহিত্যের Farce এর। ল্যাটিন উৎস থেকে আগত ফার্স শব্দটির অর্থ ছিল আদিতে , কোনো কিছু ঠেসে ভর্তি করে স্ফীত করে তোলা (stuff)। মধ্যযুগে গির্জার প্রার্থনায় প্রক্ষিপ্ত অংশকে ফার্স বলা হতো। পরবর্তীতে এর অর্থ দাঁড়ায় পূর্ব প্রস্তুতিহীন এক ধরনের ভাঁড়ামি। আরও পরে অর্থ হয় নিম্নশ্রেণির কৌতুক ও অতিরঞ্জিত সংলাপযুক্ত নিম্নমানের নাটক। সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যে দশ রূপকের অন্তর্গত ছিল প্রহসন। সেখানেও নিন্দনীয়ের নিন্দামূলক আখ্যান হিসাবে প্রহসন লেখা হতো। অধ্যাপক নিকল পাশ্চাত্য ফার্স-এর তিন অঙ্কের দৈর্ঘ্যের কথা বলেছেন, অন্যদিকে সংস্কৃতে প্রহসন হতো এক বা দুই অঙ্কের। উনিশ শতকে বাংলায় যে প্রহসন লেখা হয় তা অবশ্য পাশ্চাত্য আদর্শের। সূচনায় রামনারায়ণ তর্করত্ন ‘কুলীন কুলসর্বস্ব’তে সংস্কৃত আদর্শ প্রয়োগ করলেও মধুসূদন পাশ্চাত্য আদর্শে প্রথম বাংলা প্রহসন লিখেছেন।

‘সধবার একাদশী’ দীনবন্ধু মিত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যরচনা। ১৮৬৬ সালে এটি প্রকাশিত হয়। ১৮৬৮ সালের দুর্গা পূজার সপ্তমীর রাত্রে এটি প্রথম অভিনীত হয় বাগবাজার অ্যামেচার থিয়েটার (শ্যামবাজার নাট্যসমাজ) এর পক্ষ থেকে বাগবাজারে প্রাণকৃষ্ণ হালদারের বাড়িতে। ন্যাশানাল থিয়েটারে এর প্রথম অভিনয় হয় ১৮৭২ সালের ২৮ ডিসেম্বর জোড়াসাঁকোতে মধুসূদন সান্যালের বাড়িতে। ‘সধবার একাদশী’ দীনবন্ধুর চতুর্থ নাটক। সমকালে এর প্রশংসার চেয়ে নিন্দা হয়েছিল বেশি। প্রায় সব ক্ষেত্রেই অশ্লীলতার অভিযোগ আনা হয়েছিল। ‘বেঙ্গলি পত্রিকা’য় এর প্রথম সমালোচনা বের হয়। এরপর রেভারেন্ড লালবিহারী দে Friday Review পত্রিকায় লেখেন—“if this trash be ever put on the stage, we cannot recommend a better place for its performance than Sonagachi and a fitter audience than its inmates and their patrons.” রামগতি ন্যায়রত্ন ‘বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব’এ লিখেছিলেন—“সধবার একাদশীখানি মদের কথাতেই আরম্ভ ও মাতালের কথাতেই পর্যবসিত।”এমনকি বঙ্কিমচন্দ্রও ‘ Calcutta Review’ লিখেছিলেন—“The other farce, Sadhabar Ekadoshi, is more cleverly written, but unfortunately it is so disfigured by obscenity that we can neither quote nor analyse it.”